গোপীকৃষ্ণ ফিল্মস এর নিবেদন

পাণ্ডবের বনবাস

পরিবেশনা - সুরঞ্জনা

গোপীকৃষ্ণ ফিল্মস্ (মাদ্রাজ) এর নিবেদন

মাধবী প্রোডাকসন্স কৃত

পাণ্ডবের বনবাস

প্রযোজনা : পি, গঙ্গাধর রাও :*: চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : কে, কামেশ্বর রাও :*: তত্ত্বাবধান : উমাপ্রসাদ মৈত্র :*: সংলাপ : মন্মথ রায়
সঙ্গীত : ঘণ্টাসালা ও আর, নাইডু :*: গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

—: সংগঠনে :—

চিত্রগ্রহণ : সি, নাগেশ্বর রাও :*: সঙ্গীত গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ :* শব্দ গ্রহণ : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় :*: সম্পাদনা : পি, এস, ভিরাপ্পা
শিল্প নির্দেশক : এস, কৃষ্ণ রাও (শান্তিনিকেতন) :*: বিশেষদৃশ্যাবলী : মদন মোহন :*: নৃত্য পরিচালনা : পি, কৃষ্ণমূর্ত্তি
বাংলা সঙ্গীত তত্ত্বাবধান : হৃদয় কুশারী :*: সহযোগী পরিচালনা : পি, এস্, রাও :*: প্রচার পরিচালনা : তপোব্রত মজুমদার
সহকারী বৃন্দ : পরিচালনা : রাজকুমার রায়চৌধুরী : সম্পাদনা : সুনীত সাহা : শব্দগ্রহণ : ভোলানাথ সরকার : এডেল মুলম
প্রচার : গোরা ঘোষ ও সুশীল অধিকারী

—: শ্রেষ্ঠাংশে :—

সাবিত্রী : এন্, টি, রামারাও : এস্, বি, রঙ্গরাও : কান্তা রাও : ওম্মাডি : এল, মূর্ত্তী : হরনাথ রাজু : প্রভাকর রেড্ডি :
রাজা সুলোচনা, এল, বিজয়লক্ষ্মী এবং হেমামালিনী

—: কণ্ঠ সঙ্গীতে :—

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় : শ্যামল মিত্র : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় : নির্মলা মিশ্র : আরতি মুখোপাধ্যায় : নীতা সেন : পি, সুশীলা ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
নেপথ্য মিলিত কণ্ঠে : অলোক ঘোষ : সলিল মিত্র : বীরেন্দ্র কুমার : মণীষা দাস ও গায়ত্রী চৌধুরী

বহুণী ষ্টুডিও (মাদ্রাজ) এ গৃহীত, বিজয়া ল্যাবেরেটরী (মাদ্রাজ) ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরী (কলিকাতা)তে পরিস্ফুটিত

—: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

সুনীল কুমার বাগ : সুশীল করণ : সুবল তালুকদার : মিহির বাগ : সুব্রামনিয়ম্ : প্রভাত বসু : ভুবন সাহা : দ্বিজু ভাওয়াল
: পরিবেশনা : **সুরঞ্জনা** : ৬১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। ফোন : ২৪-৪১২১

কাহিনীর সারাংশ

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব—পঞ্চপাণ্ডব রাজসূয় যজ্ঞ করে 'রাজচক্রবর্তী' হলেন। কৃতজ্ঞচিত্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা করলেন বন্দনা। শ্রীকৃষ্ণের সখ্যই ছিল তাঁদের পরম সম্পদ।

পাণ্ডবদের জ্ঞাতি ভ্রাতা কৌরবেরা হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলেন। কৌরবরাজ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন মায়াহ্যূত ক্রীড়াবিশারদ মাতুল শকুনির পরামর্শে পাণ্ডবদের দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করলেন। দ্যূতক্রীড়ায় ইচ্ছা না থাকলেও রাজোচিত ক্ষাত্রধর্মের সম্মান রক্ষার্থে যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় সম্মত হলেন। কপট পাশা খেলায় তিনি শকুনির হাতে ক্রমাগত হারতে হারতে—হারালেন যাবতীয় ধনরত্ন, রাজৈশ্বর্য, ভ্রাতৃবৃন্দ অবশেষে পঞ্চপাণ্ডব-সহধর্মিণী দ্রৌপদীকেও। মদগর্বে উন্মত্ত দুর্যোধন দ্রৌপদীকে সভাস্থলে এনে বিবস্ত্রা করতে আদেশ দিলেন ভ্রাতা দুঃশাসনকে। দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষায় অগ্রসর হলেন না কেউ। তিনি তখন ব্যাকুল কণ্ঠে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। তাঁর কাতর ক্রন্দনে বিচলিত শ্রীকৃষ্ণ সকলের অলক্ষ্য থেকে দ্রৌপদীকে অশেষ বস্ত্র-সম্ভারে আবৃত করে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করলেন। দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনাকালে দাসত্বে আবদ্ধ ভীম কিন্তু দুটি চরম প্রতিজ্ঞা করে বসলেন : দুঃশাসনের রক্ত পান করবেন এবং উরু ভঙ্গ করবেন দুর্যোধনের। বিচলিত ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে শান্ত করতে শুধু তাঁকেই দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলেন না, দ্রৌপদীর অনুরোধে পঞ্চ পাণ্ডবেরও মুক্তিবিধান করলেন এবং ফিরিয়ে দিলেন তাঁদের হৃত রাজ্যসম্পদ। পাণ্ডবেরা যখন ঘরে ফিরে যাচ্ছেন তখন শকুনির পরামর্শে দুর্যোধন সদম্ভে পাণ্ডবদের পুনরায় আহ্বান করলেন দ্যূতক্রীড়ায়। সম্মান রক্ষার্থে এবারও তাতে সম্মত হলেন যুধিষ্ঠির। স্থির হলো, দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পক্ষ দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পালন করবেন

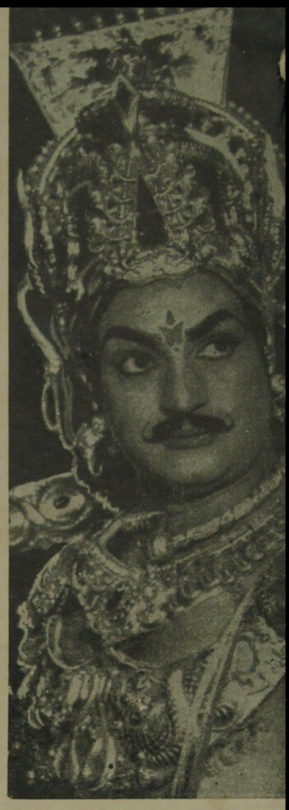

অজ্ঞাতবাস ব্যর্থ হলে পুনরায় দ্বাদশবর্ষ বনবাস। বলা বাহুল্য, মায়াধর শকুনির কপট পাশাখেলায় এবারও যুধিষ্ঠির হলেন পরাজিত, এবং শর্তানুযায়ী বারো বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করলেন। সঙ্গে গেলেন ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী এবং পুরোহিত ধৌম্য।

এই দ্বাদশবর্ষ বনবাসকালে পাণ্ডবদের নানা বিপদ ও বিপত্তির মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হলো। অসীম পরাক্রমে রাক্ষস কিম্মিরকে বধ করলেন ভীম। কৌরবদের চক্রান্তে কুপিত দুর্বাসা মুনির ক্ষুন্নিবৃত্তির সমাধান করলেন পাণ্ডবেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করুণায়, বীর হনুমানের আশীর্বাদ অর্জন করে যক্ষদের পরাভূত করে দ্রৌপদীকে স্বর্ণকমল এনে দিলেন ভীম। পাণ্ডবদের লাঞ্ছনার জন্য এই বনে ঘোষযাত্রায় এলেন সদলবলে দুষ্ট দুর্যোধন, কিন্তু এসে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের হাতে হলেন বন্দী। অবশেষে পাণ্ডবরাই করলেন তাঁদের উদ্ধার। কিন্তু এতে দুর্যোধনের প্রতিহিংসা লিপ্সা আরো বেড়ে গেল। শকুনি মামার পরামর্শে পাণ্ডবদের শক্তির আধার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজপক্ষে টানবার জন্য ষড়যন্ত্র হলো শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলরামের পালিতা কন্যা শশীরেখার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হোক দুর্যোধন-নন্দন লক্ষ্মণ কুমারের। কিন্তু এই শশিরেখার সঙ্গে অর্জুন পুত্র অভিমন্যুর বিয়ে দেওয়ার সংকল্প ছিলো পাণ্ডবদের। কি উপায়ে দুর্যোধনের চক্রান্ত ব্যর্থ করে ভীমের রাক্ষস-পুত্র মায়াবী ঘটোৎকচের সহায়তায় পাণ্ডবেরা তাঁদের সংকল্প সিদ্ধ করলেন—কি করে দুষ্ট জয়দ্রথ এ বিবাহে যোগদান করতে গিয়ে পথে দ্রৌপদীকে পুনরায় লাঞ্ছিত করার অপরাধে নিজেই লাঞ্ছিত হলেন সেই চমকপ্রদ কাহিনী পর্দায় দেখুন।

সবচেয়ে বড় কথা, পাণ্ডবেরা সত্য এবং ধর্মের পথে অচল এবং অটল থাকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক অভয় বাণী অর্জন করলেন যে, বনবাসের সকল কৃচ্ছ্রতা অতিক্রম করে ভবিষ্যৎ কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামে তাঁরাই হবেন জয়ী—অধর্মের হবে নাশ এবং সত্যের হবে জয়।

ঃ সঙ্গীতাংশ ঃ

(১)

কপট পাশায় হেরে যুধিষ্ঠির
বলে নকুল ভাই বিদায় দেরে
বলে ধর্ম্মরাজ সত্যের লাগি
তোরেও হারাতে হল অর্জ্জুন ভাই
অসহায় ভীম মুকুট নামিয়ে বলে
অনুমতি দাও দাদা যাই
ধর্ম্মরাজ হায় যুধিষ্ঠির,
তোমার নাই যে উপায় রে
একে একে সবি চলে যায় রে ॥

* * * *

(২)

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
তুমি আছ মাধব
ওগো চরণে শরণ দাও নাথ হে, স্বামী!
করুণা করহে করিয়ে মিনতি
পরাণে আমার দাও ভকতি
তুমি পতি অবলা যে আমি
বিপদ তারণ স্বামী
জগৎ বন্ধু, শ্যামসুন্দর
দেবে নাকি দেখা ॥
বিপদ পয়োধি হস্তি পার হল
ঘুচালে কুমীরের ত্রাস হে
হিরণ্যকশিপুর দর্প যে হরিলে
প্রহ্লাদেরে রক্ষা করিলে
তুমি আছ কৃষ্ণ মোর মরমে
কর গতি বিপদে এ সখা,
গোবিন্দ! গোপিজন প্রিয়!
শরণাগত রক্ষক !!
মম মন প্রাণ তুমি, কৃষ্ণ !!!

(৩)

হায় সত্যের লাগি এ পরাজয়
হে পাণ্ডব! অধর্ম্ম তোমাদের তরে নয়।
তবুও তো আছে হাসি ওদের চোখের জলে
পাপের আঁধার ঢেকে
ওরা আলোকেরি খোঁজে চলে ॥
অপমান গ্লানি সয়ে ক্রোধ বুকে চেপে রাখো
সমুখে চাহিলে পাছে সব কিছু যায় জ্বলে
তাই কি ধর্ম্মরাজ নত মুখে যাও চলে ॥
হায় রে.....

বিচারে ধর্ম্ম নেই অবিচার মেনে হায়
প্রতিজ্ঞা করে ভীম চোখে তার জ্বলে ক্রোধ
সম্মুখ সমরে নেব এর প্রতিশোধ ॥
হায় রে.....

অর্জ্জুন বনবাসে ভাইদের সাথে চলে
পথের দু'পাশে বালু ছড়ায়ে কঠিন হাতে
যেমন হানিবে বাণ সমরে শত্রু নিপাতে
তবুও তো..... চলে ॥

দ্রৌপদী তোমার মত কোন নারী ইতিহাসে
সহেনিকো অপমান ভাগ্যেরি পরিহাসে
মনে রেখ সত্য যে
মিথ্যারি পাশে হাসে ॥

(৪)

মোরা যে গো মহারাজা দাসী
মন দিতে শুধু কাছে আসি
সোনা তব চরণের দাসী ॥
পায়ে প্রভু হে, শরণ দিও হে
প্রেম ফুলে অলি আনে হাসি ॥
ও ......ছন্দ গন্ধ ললিতা নিশি জাগি
মধু মন্দ চলে দখিনা অনুরাগী
তনু দুলিছে, হিয়া ভুলিছে
কেন হয়ে আছ গো উদাসী ॥
এ রাতি আসেনি আগে—
ঢেউ জাগে পরাণ তড়াগে
মাধবী যামিনী স্বপ্নে মুখরিত
বাজিছে অঙ্গে যেন বাঁশি ॥

(৫)

ধর্ম্ম ভীরু মোর পতিরে
একি এ পরীক্ষায়
শাপ হানিবেন কি দুর্বাসা মুনি
কি ভাবে ঘুচিবে বলহে
এ পরীক্ষা ভক্ত রক্ষক ত্রাতা
গোপালদেব

(৬)

নমো জানকি প্রাণদাতা ভবিষ্যদ্বিধাতা
হনুমন্ত, কারুণ্য বন্ত, প্রশান্ত
নমস্তে, নমস্তে, নমস্তে, নমোহঃ
শ্রীরামচন্দ্রম্ শ্রীত পারিজাতম্
সলক্ষ্মনম্ ভূমি সুতা সমেতম্
লোকাভিরামম্ রঘুবংশ সোমম্
রাজাধিরাজম্ শিরসম নমামি ॥
মনোজবম্ মারুত তুল্য বেগম্
জিতেন্দ্রিয়ম্ বুদ্ধিমতাম্ বারিষ্ঠম্
বাতাৎমজম বানর যুধিমুখ্যম
শ্রীরামদ্যোতম্ শিরসম নমামি
ভজো রাম রম্ভাবনী নিত্য বাসম্
ভজে বাল ভানু প্রভা চারু ভাসম্
ভজে সন্ততম্ রাম ভূপাল দাসম্
জয় জয় মহা সত্য বাহা মহাবজ্র দেহ
পরেভূত সূর্য্য ক্রোতামত্য কাব্য মহা
বীর হাম্বির হিমাদ্রী বীর ধরা জাত
শ্রীরাম সৌমিত্রা সমবেশী তাত্মা মহাত্মা
নমো বায়ু পুত্রা নমো সচ্চরিত্রা

(৭)

বাঁকা বাঁকা ভুরু যে
বুকটা দুরু দুরু যে
ব্যাকুল বেলায়, মনের খেলায়
রঙের সুরু যে ।

শরমে যাই যে সরে
আঁচল ছাড় না যে
মরমে যাই যে মরে
না জানি কোন লাজে

পরাণে দিলে জ্বালা
গলে পরালে মিছে মালা
থমকি পথে, চমকি চলি
আকুলি বিকুলি মনের মধ্যে
ও প্রিয় প্রিয়.....॥

কতনা ভঙ্গি জানো
অঙ্গে রঙ্গ আনো

সজনি এ বিজনে না হয় কাছে টানো
পলাশ রাঙা ঠোঁটে
আচমকা হাসি ফোটে
এ ফাল্গুনে, নতুন মোহে
দেব নেব পরাণ দোঁহে
ও প্রিয়, প্রিয়......॥

(৮)

না যেওনা চলে কি হিল্লোলে
আমার এ মন যে দোলে, ও বঁধু
যেওনা লগন হলে ।
উঠেছে মনে যে পলাশ রক্তিম
বলে পাপিয়া যে গানে গানে
ও দুটি আঁখি কি যাদু জানে ।
ক্ষণে ক্ষণে মনে ঢেউ জাগে
ও কাছে আছ তাই ভাল লাগে
যেওনা ওগো যেওনা
আরো কাছে ডাকো, একটু কাছে ডাকো
চাঁদিমা ঝরানো মধু রাতে
থাকনা গরবে বঁধু সাথে
কিছু কি পাব নাকো ।
না না যেওনা, বঁধুয়া, বঁধুয়া, বঁধুয়া
ছলনায় যেন, বাধা পাব কেন
বিরহ বড় জ্বালা—
হাসি লুকাবে, এ মালা শুকাবে
কাছে এসে কেন গো চলে যাবে ।

(৯)

বাজে শুনি লাজে কিঙ্কিনি
মঞ্জির তোলে সুর রিনি ঝিনি
এস আজ কাছে ;
হায়, কিছু কথা আছে ।
যে তুমি গোপনে ছিলে দূরে
স্বপনে পরাণে বাঁশি সুরে
যেওনা ফিরে ; কাছে এস ধীরে ।
হৃদয়ে ছড়ালো রং রামধনু
দুলিয়ে নোলক কেন ইতি উতি চাস
চোখ গেল সুরে ডাকে কে
কেন মহুয়া মিষ্টি নেশা ঢেলে যাস্
কও না কথা কেন আহা
ডাকে শুনি পিউ কাঁহা
কিছু কথা বলনা, কেন এ ছলনা
চাও যা পাবে তাহা
বাজে শুনি ....কথা আছে ।
মনটা খেছে ওগো কোথা উড়ে
মিছে চলে যাবে কেন দূরে
হল যে মালা মিছে গাঁথা হায়
জানি না কেন কাছে আস ঘুরে
আজ শুধু মন নিয়ে খেলা
থাক তুমি সারা বেলা
আরো গান হাসি, ভালো যেন বাসি,
তুমি প্রিয় দিও না অবহেলা ।

(১০)

আহা চন্দ্র মম, নিরুপম
গগনে এলে
ও দেখি চেয়ে বিভা নব
কি যাদু আছে প্রেমে তব ।
নয় ও যে আলো
রস সুধা ঢালো
কোথা হ'তে এত,
মাধুরী পেলে
ও পায়ে পদ্ম লাজে
কি ভেবে রাজে
জাগিব রজনী,
মনে মনিদীপ
হায় জ্বেলে ।

বোল :—
কুহু কোয়েলা কণ্ঠে বন্দে
আওল আজু ফাগুন
বন ময়ুরী পরানে দোলত
কুসুম কুঞ্জে ফুটল
রুনুঝুনু সুরে চলত গরবি
আকুল চকিত চরণে—
প্রেম মধুর শিল্প চিত্র রেখা
শশীরেখা ।

সুরঞ্জনার পক্ষ হইতে তপোব্রত মজুমদার কর্তৃক ৬১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও সুরুপা প্রিণ্টার্স কলিকাতা ৪ হইতে মুদ্রিত

"সুরঞ্জনা"র
আগতপ্রায় চিত্র সম্ভার—

এম্ বি প্রোডাকসন্স এর

কোন তিন দিন

পরিচালক :
প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

সঙ্গীত :
অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেঃ- অনুপ কুমার ॥ সুমিতা সান্যাল
তরুণকুমার ॥ গীতালী রায় ॥
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জহর রায়
ও সুব্রতা চ্যাটার্জী

সরস্বতী চিত্রমের

রক্ত রেখা

পরিচালনা :
উমাপ্রসাদ মৈত্র

সঙ্গীত :
নচিকেতা ঘোষ

শ্রেঃ-কালী ব্যানার্জী ॥ লোলিতা চ্যাটার্জী ॥ সবিতাব্রত
বিজয়া চৌধুরী (বোম্বাই) ॥ শুভেন্দু চ্যাটার্জী
জ্ঞানেশ মুখার্জী ॥ নিরঞ্জন রায় ॥ ভানু বন্দ্যোঃ
অজিত চ্যাটার্জী ॥ রাজকুমার ও দ্বিজু
ভাওয়াল

ইউটির

মিসি প্রিয়ংবদা

পরিচালনা :
দুষ্মন্ত চৌধুরী

সঙ্গীত :
সুবীর সেন

শ্রেঃ- লিলি চক্রবর্ত্তী ॥ ভানু ব্যানার্জী ॥ জহর রায়
তরুণকুমার ॥ হরিধন ॥ অজিত ॥ নৃপতি
দীপিকা দাস ॥ শিখা ভট্টাচার্য্য এবং
দ্বিজু ভাওয়াল ও আরো অনেকে

এম্. বি. পিকচার্সের

জরাসন্ধের আশ্রয়

পরিচালনা :
সুশীল বিশ্বাস

সঙ্গীত : শৈলেন মুখোপাধ্যায়

শ্রেঃ মাধবী মুখার্জী ॥ অজয় গাঙ্গুলী
গীতালী রায় ॥ তরুণকুমার ॥ কমল মিত্র
বিকাশ রায় ॥ রবি ঘোষ
রেণুকা রায় ॥ ভারতীদেবী ও
দ্বিজু ভাওয়াল